চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত

উন্নয়ন সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়ব সমাজসেবায়’ এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ পালন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অফিসের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এক বণার্ঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ নাজমুল হামিদ রেজা সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিশেষ গুরুত্ব ভূমিকা রয়েছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বক্ষণিক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং তাদের উন্নতির জন্য সার্বিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। বর্তমান সরকার দেশের দুস্থ, দরিদ্র, অসহায় শিশু, প্রতিবন্ধী, কিশোর-কিশোরী, স্বামী পরিত্যক্ত নারী ও প্রবীণ ব্যক্তিসহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ভাতা প্রবর্তন করেছে।

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দুস্থ ও অসহায় মানুষের সেবা নিশ্চিতকল্পে কল্যাণমুখি বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করেন।

এর আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশিদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আরাফাত রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন সহ জেলা-উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও

মেহেরপুরে ছাত্রদলের অপরাংশে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেল মেহেরপুর বড় বাজার জেলা বিএনপি’র কার্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির সভাপতিত্বে জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, জেলা যুবদলের সদস্য ডা. খাইরুল, জেলা যুবদল নেতা ইসমাইল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, পৌর ছাত্রদল নেতা ফুর্তি হাসান, সদর থানা ছাত্রদলের নেতা জয়নাল আবেদীন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন আলী সহ জেলা বিএনপি ও যুবদল এবং ছাত্রদলের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড় বাজার জেলা বিএনপি’র কার্যালয় প্রাঙ্গণে সমাবেশ স্থানে শেষ হয়।

মেহেরপুরে ছাত্রদলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দু’হাত রাঙাও বারুদে, প্রস্তুত থেকো,প্রস্তুত রেখো নিজেকে এই স্লোগানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৪তম প্রতিষ্টাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হুসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আকিব জাবেদ সেনজির,সদস্য সচিব আফিরুল ইসলাম। সদর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোল্লা নাজমুল হোসেন,সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি। গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাজেদুর রহমান বিপ্লব,সদস্য সচিব রিপন হোসেন, মেহেরপুর পৌরসভা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহী,সদস্য সচিব জার্জিস ইউসুফ রৌমিক,গাংনী পৌরসভা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জুয়েল রানা,সদস্য সচিব মোঃ শিশির প্রমুখ।

ছাত্র সমাবেশে জেলা ছাত্রদলের সকল ইউনিটের ছাত্রনেতা ও সাবেক ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলো।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে এফএম ‘রেডিও পায়রা’র যাত্রা শুরু

‘চলো একসাথে’ শ্লোগানে আনিশা গ্রুপের নতুন মিডিয়া প্রতিষ্ঠান রেডিও পায়রার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আনিশা গ্রুপের সফল মিডিয়া প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের কার্যালয়ে রেডিও পায়রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন কেক কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক মন্টু, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফররুখ আহমেদ উজ্জল, সাংস্কৃতিক কর্মী শামিম জাহাঙ্গীর সেন্টু, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রেডিও পায়রার যাত্রা শুরুর মধ্যে দিয়ে মেহেরপুরের উন্নয়নের একটি মাইল ফলক উন্মোচিত হলো।রেডিওটি মেহেরপুরের কৃষি, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, শিক্ষাসহ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শ্রোতাদের মাঝে নিয়মিত বার্তা পৌছে দেবে।
রেডিও পায়রা শুনতে এ্যান্ড্রয়েড ফোনের গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে রেডিও পায়রা অ্যাপটি ডাউনলোড করেই উপভোগ করতে পারবেন নানা অনুষ্ঠানমালা।

প্রসঙ্গত, আনিশা গ্রুপের ইতিমধ্যে তিনটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি দিয়ে চারটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলো। বাকি তিনটি হলো দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন, সাপ্তাহিক ঢাকা থেকে এবং রাজধানী টিভি।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

১লা জানুয়ারি জাতীয় পার্টি ৩৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রবিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি প্রধান কার্যালয় কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব মোঃ সুমন পারভেজের সভাপতিত্বে পৌর জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক মোঃ হামিদুল ইসলামের সঞ্চালন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক আব্দুল হাদী।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম সেলিম। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির জাতীয় মৎস্যজীবী পার্টি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাকী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সভাপতি খেলাফত আলী, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক আরিফ বিল্লাহ, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক ফারুক মল্লিক, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক খায়রুল বাশার মিঠু, গাংনী পৌর জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সভাপতি আনছারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জাতীয় সংস্কৃতি পার্টি আহ্বায়ক ইনছান আলী, শ্যামপুর ইউনিয়ন জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাহিন আলী সহ বিভিন্ন নেতাকর্মে উপস্থিত ছিল। এরপর কেক কেটে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

গাংনীতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

তীব্র শীত নিবারনে আগুন পোহানোর সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে জামেলা বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ রবিবার (১জানুয়ারী) দুপুর ১২ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে মেহেরপুর গাংনীর চেংগাড়া গ্রামে। বৃদ্ধা জামেলা বেগম উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের বনর উদ্দিনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান,সকালে ঘুম থেকে জেগে বৃদ্ধা জামেলা খাতুনের বাড়ির উঠানে খড়কুটো দিয়ে আগুন তৈরী করে আগুন পোহানোর সময় বৃদ্ধা জামিলা বেগমের পরনের কাপড়ের আঁচলে আগুন লাগে। এসময় বৃদ্ধার চিৎকারে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক বৃদ্ধার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল হাসপাতালে রেফার করেন। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ জামিলা বেগমের মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বৃদ্ধার মৃত্যুর বিসয়টি নিশ্চিত করে জানান, জামেলা বেগম নামের এক বৃদ্ধা আগুন পোহানোর সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনাটি শুনেছি। মৃত জামিলা বেগমের মরদেহ হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে এসেছে। ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে

সভাপতির মতবিনিময়

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি (নিয়মিত) ও সদস্যদের সাথে কলেজের শিক্ষক,কর্মচারীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে কলেজের মিলানায়তন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আব্দুস শুকুর ইমন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকলের সাথে মতবিনিময় করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে নিয়মিত কমিটির অন্যন্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যা উৎসাহী সদস্য মোঃ নকিম উদ্দীন,শিক্ষানুরাগী সদস্য মোঃ সামসুল কামাল,শিক্ষক প্রতিনিধি সহকারি অধ্যক্ষ মোঃ রমজান আলী,সহকারি অধ্যক্ষ মোঃ সাইফুর রহমান,প্রদর্শক আছমা আক্তারসহ কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ।

দুই বছর মেয়াদী নিয়মিত কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আব্দুস শুকুর ইমনকে কলেজের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান শিক্ষক কর্মচারী ও অন্যান্য সদস্যরা।

জানাগেছে, আব্দুস শুকুর ইমন পরপর দু’বার কলেজের পরিচালনা পর্ষদের আহবায়ক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এবারও তিনি প্রথম বারের মত নিয়মিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আব্দুস শুকুর ইমনকে কলেজের সভাপতি হিসেবে পাওয়ায় উপস্থিত সকলেই গর্ববোধ করে বলেন, আমাদের গাংনী উপজেলায় একটি মাত্র মহিলা ডিগ্রী কলেজ। যেখানে উপজেলার সব শ্রেনীর মানুষের ছেলে মেয়েরা লেখা পড়ে করে। আমাদের এই কলেজটিকে আরো উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে হবে। গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ হবে একটি আদর্শ ও মডেল কলেজ। তার সকল ব্যবস্থা ও দিক নির্দেশনা দেবেন কলেজের সভাপতি। সেই সাথে কলেজটিকে সরকারি করনের দাবী জানান তারা।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের নিয়মিত কমিটির সভাপতি আব্দুস সুকুর ইমন বলেন, একটি জাতীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখায় শিক্ষা। শিক্ষায় জাতির মেরুদন্ড। বর্তমান সরকার শিক্ষা বন্ধব সরকার। আওয়ামীলীগ সরকারের আমলেই দেশের সকল শিক্ষা পতিষ্ঠানের ব্যপক উন্নয়ন হয়েছে। অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানকে সরকারি করণ করে নজির স্থাপন করেছে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার। উপজেলার একমাত্র মহিলা কলেজটি একটি মডেল কলেজ সিহেবে তৈরী করতে আমার চেষ্টা

অব্যাহত থাকবে। আপনাদের সহযোগীতা থাকলে শুধু গাংনী নয়,মেহেরপুর জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যপক উন্নয়ন হবে।

তিনি আরও বলেন, আমি পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখি,আমি উন্নয়নের স্বপ্ন দেখি। দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে,গাংনী মহিলা কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও উন্নয়ন সেভাবেই এগিয়ে যাবে। সব শেষে উপস্থিতিদের সাথে পরিচয় পর্ব ও ইংরেজি নববর্ষের শুভ্চ্ছো বিনিময় করেন আব্দুস শুকুর ইমন।

গাংনী প্রকৌশলীর ঘুষ আদায়কারী শহিদুল

গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৗশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে থাকা শহিদুল ইসলামকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা সমালোচনা। বিভিন্ন ঠিকাদারের কাছ থেকে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের নামে ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগ উঠেছে শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। আবার কোন কোন ঠিকাদারকে ত্রুটিপুর্ণ কাজের অজুহাত সেই সাথে সঠিক সময়ে বিল পাইয়ে দেয়ার কথা বলে শহিদুল ইসলাম উৎকোচ নিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকৌশলীর আস্থাভাজন শহিদুল ইসলামের সাথে বাক বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি মামলা পর্যন্ত গড়ায়। শহিদুল ইসলাম প্রকল্পের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে সরকারি কর্মচারি দাবী করে মামলা করায় আলোচিত হয়েছেন সর্বমহলে। তবে উপজেলা প্রকৌশলী বলেছেন, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয়।

সুত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম এলজিইডি অফিসের শিক্ষা প্রকল্প গভমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (জিপিএস) জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার পদে ও পিইডিপি-৪ এর (অস্থায়ী ভিত্তিতে) চাকরিরত ছিলেন। তার বাড়ি গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে। তার চাকরীর মেয়াদ শেষ হবার পরও তিনি নিয়মিত অফিসে আসেন ও প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে বিভিন্ন প্রকল্পের তদারকি করেন। সেই সাথে নানা অজুহাতে ঠিকাদারী

[redacted]

[redacted]